গাইবান্ধা জেলার ব্রান্ড ক্রপ

ভূট্টা

ধানের পরেই ভূট্টা দ্বিতীয় প্রধান দানা শস্য শর্করা হিসেবে পুষ্টি চাহিদা পূরণে আমাদের খাদ্য তালিকায় ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করে নিয়েছে। পোলট্রি ও ডেইরীর খাদ্য উপাদানে ভূট্টা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবাদি পশুর কাঁচাখাদ্য হিসেবে এবং গৃহস্থলির কাজে ও জ্বালানী হিসেবে ভূট্টা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভুট্টা আবাদী এলাকায় গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূট্টা চাষ হয়ে থাকে এবং প্রায় ৩০ লক্ষ মেঃটন ফলন পাওয়া যাচ্ছে।

ফসলের উপযোগীতা ও ভূমির উর্বরতা ভূট্টা চাষের উপযোগী হওয়ায় গাইবান্ধা জেলায় বিগত কয়েক বৎসর থেকে ভূট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ বৎসর গাইবান্ধা জেলায় রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে প্রায় ১২ হাজার হেঃ জমিতে ভূট্টা চাষ করে কৃষকরা প্রায় লক্ষাধিক টন ভূট্টা উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। গাইবান্ধা জেলার জন্য এই অর্জন গর্বের ও আনন্দের। চলতি শতাব্দীর শুরু থেকেই জেলায় ক্রমান্বয়ে ভূট্টার আবাদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় সমতল ভূমির পাশাপাশি চর এলাকায় ভূট্টার চাষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত ৫ বৎসরে চর এলাকায় ভূট্টা বিপণন ব্যবস্থায় ইতিবাচক ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে অত্র জেলায় উৎপাদিত ভূট্টার ৬০% চর এলাকায় উৎপাদিত হচ্ছে। ভুট্টা চাষে গাইবান্ধা জেলায় প্রায় ১ লক্ষ কৃষক জড়িত থাকে। কিন্তু এর উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহত্তোর কার্যক্রমে আরও লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে।

গাইবান্ধা জেলায় প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর চর ভূমি রয়েছে। এসকল চরে কম খরচে ভূট্টা চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিরাজমান থাকায় চর এলাকার চাষীগণ ভূট্টাকে গুরুত্বপুর্ণ ফসল হিসেবে নিয়মিত চাষ করে আসছে। ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার চাহিদা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। একজন কৃষক ১ বিঘা ভূট্টা থেকে প্রায় ১৬০০০/- (ষোল হাজার টাকা) আয় করতেছে। যাহা ধান ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার থাকায় চরএলাকার কৃষকগণ ভূট্টা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

গাইবান্ধা জেলার ভূট্টার চাহিদা পুরণের পরেও অতিরিক্ত ভূট্ট বিভিন্ন কোম্পানি/ সংস্থা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ভূট্টা কেনা বেচার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ভূট্টা থেকে বর্তমানে গাইবান্ধা জেলায় ক্ষুদ্র আকারে বেশকিছু শিল্প গড়ে উছেছে। ভূট্টা থেকে বর্তমানে আটা, ময়দা, চিড়া, খই, লাড্ডু, পশু খাদ্য, মৎস খাদ্য ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। এইসব কাজের সাথে গাইবান্ধা জেলার অনেক বেকার যুবক ও মহিলা সংশ্লিষ্ট। ভূট্টা আবাদের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার কৃষক তথা বেকারদের কর্মসংস্থানের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গাইবান্ধা জেলায় নদী বিধৌত পলি অঞ্চল বিদ্যমান থাকায় ভূট্টা চাষের অপার সম্ভাবনা বিরাজমান। আবহাওয়া অনুকূল এবং পরিবেশবান্ধব ফসল হওয়ায় ভূট্টাচাষ গাইবান্ধা জেলার কৃষকদের জন্য একটা আশির্বাদ স্বরুপ। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, পুষ্টি ঘাটতি পুরণ, ভূট্টাভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা বিরাজমান। ভূট্টাকে গাইবান্ধা জেলার ব্রান্ডিং ক্রপ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

কৃষকদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারসহ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ঋণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা গেলে ভূট্টা আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলাকে কৃষিতে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

মরিচ

মরিচ বাংলাদেশের মসলাজাতীয় ফসলাদির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ফসল। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় এর চাহিদা রয়েছে। পুষ্টিমানে মরিচে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। কাঁচা মরিচ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের মরিচ চাষ হয়ে থাকে। মরিচের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১ মে.টন. (শুকনা অবস্থায়)। মাটি ও আবহওয়া মরিচ চাষের উপযোগী হওয়ায় গাইবান্ধা জেলায় মরিচের আবাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই জেলায় প্রায় রবি ও খরিপ-১ মিলে প্রায় ২৪০০ হেক্টর জমিতে মরিচের আবাদ হয়। যার মোট উৎপাদন ৪০০০ মে.টন।

বাজার চাহিদা ভাল থাকায় এবং ভাল জাত ও উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্প্রসারিত হওয়ায় গাইবান্ধা জেলার কৃষকগণ ঝুকে পড়ছে। গাইবান্ধা জেলার বেশিরভাগ মরিচ চরাঞ্চলে উৎপাদন হয়ে থাকে। চরাঞ্চলকে বর্তমানে মরিচ উৎপাদনের ভান্ডার বলা হয়। বন্যা বিধৌত পলিমাটি মরিচ আবাদের জন্য উপযোগী হওয়ায় চরাঞ্চলের কৃষকদের নিকট মরিচ চাষ একটি লাভজনক কৃষি পেশায় পরিণত হয়েছে।

স্বল্প চাষে এবং স্বল্প সেচে মরিচ চাষ করা হয়। ধানের তুলনায় মরিচের উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় কৃষকগণ মরিচের আবাদ দিন দিন সম্প্রসারিত করছে। প্রতি বৎসর মরিচের আবাদ ৫-১০% বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার নদীবাহিত ৪টি উপজেলায় সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে মরিচ চাষের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। ফলে শীত মৌসুমে এই ৪টি উপজেলায় অধিক পরিমাণে মরিচের আবাদ হয়।

অপরদিকে বন্যার সময়ে খরিপ-১ মৌসুমে পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় মরিচের আবাদ হয়ে থাকে। এই জেলার প্রায় ১০ হাজার লোক মরিচ চাষের সাথে জড়িত। এছাড়া মরিচ উত্তোলন, শুকানো, বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের সাথ আরও ১০ হাজার লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। মরিচ বিপণনের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৫-৩০টি পাইকারি বাজার গড়ে উঠেছে। গাইবান্ধা জেলায় মরিচভিত্তিক বেশকিছু ক্ষুদ্রআকারের শিল্প গড়ে উঠেছে। রান্না থেকে শুরু করে চাটনি, আচার, চানাচুর, বিস্কিট, প্যাকেটজাত ডাল, প্যাকেটজাত মুড়ি ইত্যাদি কাজে মরিচ ব্যবহার হচ্ছে এবং মরিচের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মরিচে ভিটামিন সি বিদ্যমান থাকায় প্রতিদিন খাবার টেবিলে কাচা মরিচ সালাদ হিসেবে খাওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সালাদ হিসেবে কামরাঙ্গা মরিচ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শহর এলাকায় ছাদ কৃষির একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তি টবে মরিচ উৎপাদন।

গাইবান্ধা জেলায় উৎপাদিত মরিচের স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত মরিচ বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হচ্ছে। মরিচ চাষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজের সাথে মহিলাদের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু মরিচের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মরিচ চাষের জন্য উপযোগী আবহাওয়া ও ভূমি বিদ্যমান থাকায় গাইবান্ধা জেলায় মরিচের আবাদ সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মরিচভিত্তিক ক্ষুদ্র আকারের শিল্প স্থাপনের সুযোগ করা হলে মরিচ চাষ সম্প্রসারণে একটি নবদিগন্তের সুচনা হবে। যার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, কর্মস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।